



## বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্নাত্ত্ব

### অনুশীলনীর বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্নাত্ত্ব

- ১। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?  
 (ক) বঞ্চিতের  
 (খ) বিধাতার  
 (গ) পরম্পরামের  
 (ঘ) ইস্পাফিলের

উত্তর: প্রশ্নের অপশন (খ)-এ 'বিধাতার' ছিলে 'বিধবার' হলে সেটিই হতো সঠিক উত্তর।

- ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিধবার বুকের ক্রন্দনশ্বাস। এছাড়া তিনি উদাসীর উন্নয়ন মন এবং হৃতাশীর হা-হৃতাশ। [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]
- ২। 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্ধ'- এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সন্তানি প্রকাশ পেয়েছে?  
 (ক) প্রেমিক ও দ্রোহী  
 (খ) বিদ্রোহী ও বংশীবাদক  
 (গ) বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত  
 (ঘ) বিদ্রোহী ও বীরযোদ্ধা

উত্তর: (ক) প্রেমিক ও দ্রোহী

**ব্যাখ্যা** প্রশ্নোক্তি উক্তি দ্বারা কবির দ্রোহী ও প্রেমিক সন্তানি প্রকাশিত হয়েছে। কবি মানুষের প্রতি হওয়া সমস্ত অন্যায়, নির্যাতন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক কবির রয়েছে অত্যাচারিত-নির্যাতিত-নিপীড়িতের প্রতি অসীম ভালোবাসা, যার জন্য তাঁর এক হাতে রণতূর্ধ থাকলেও এই নিষ্পেষিত মানুষের জন্য তাঁর অন্য হাতে রয়েছে ভালোবাসার বাঁকা বাঁশের বাঁশরী।

- ৩। উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক অকুতোভয় রাজনৈতিক নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অমানবিক, বৈষম্যমূলক ও নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে তিনি বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাভোগের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং দেশে কৃষ্ণাঙ্গদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠান করেন।

- ৩। উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার সন্তান 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

- i. বিদ্রোহ  
 ii. ব্রহ্মপুরে  
 iii. নেতৃত্ব  
 নিচের কোনটি ঠিক?  
 (ক) i ও ii  
 (খ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার সন্তান 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহ এবং ব্রহ্মপুরের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নেতৃত্বের দিকটি নেই। সুতরাং নেলসন ম্যান্ডেলার মধ্যে নেতৃত্ব থাকলেও 'বিদ্রোহী' কবিতা অনুসারে উত্তর হবে ক।

- ৪। উদ্দীপকের মূল বক্তব্য 'বিদ্রোহী' কবিতার নিচের কোন পঞ্জক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ  
 (খ) আমি পথিক কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া  
 (গ) আমি রংশে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ চাপিয়া  
 (ঘ) আমি চির বিদ্রোহী বীর- ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উঁঠতি শির

উত্তর: (ক) আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৫]

**ব্যাখ্যা** নেলসন ম্যান্ডেলার চির বিদ্রোহী বীরের রূপটি ফুটে উঠে প্রশ্নোক্তি অপশনের (ঘ) নং উত্তরের উক্তিতে। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অমানবিক বৈষম্যমূলক ও নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাস্তা উড়িয়েছিলেন এবং সে কারণে দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাভোগ করেছেন, তবুও মাথানত করেননি। এরপর জাতীয় ও বিশ্বের চাপে তিনি মুক্তি পান এবং দেশে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে তার এই চির বিদ্রোহী সন্তা এবং বিশ্ব ছাড়িয়ে ওঠার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।



### পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসারে Conceptual বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্নাত্ত্ব

#### সাধারণ বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্নাত্ত্ব

- ৫। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মাই হন করেন?  
 (ক) ১৮৬১  
 (খ) ১৮৭৬  
 (গ) ১৮৯৯  
 (ঘ) ১৯০৯

- ৮। ১৯৭২ সালে কার উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

- (ক) জাতিসংঘের উদ্যোগে  
 (খ) বাংলা একাডেমির উদ্যোগে  
 (গ) ভারতের উদ্যোগে  
 (ঘ) সরকারের উদ্যোগে

উত্তর: (ঘ) সরকারের উদ্যোগে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

- ৯। কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?

- (ক) ছয় বছর  
 (খ) সাত বছর  
 (গ) আট বছর  
 (ঘ) দশ বছর

উত্তর: (গ) আট বছর

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

**ব্যাখ্যা** মাত্র আট বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম পিতাকে হারান। পিতাকে হারিয়ে কবির পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে কবি গামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাস করে সেখানেই একবছর শিক্ষকতা করেন। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সন্তার অধিকারী। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন এবং করাচি যান। পরে তিনি সেনাবাহিনীর হাবিলদার পদে উন্নীত হন।

- ৬। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?  
 (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 (খ) সুফিয়া কামাল  
 (গ) কাজী নজরুল ইসলাম  
 (ঘ) শামসুর রাহমান

[চ.বো: '২৪]

- ১০। ১৯৭২ সালে কার উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

- (ক) জাতিসংঘের উদ্যোগে

- (খ) বাংলা একাডেমির উদ্যোগে

- (গ) ভারতের উদ্যোগে

- (ঘ) সরকারের উদ্যোগে

উত্তর: (ঘ) সরকারের উদ্যোগে

**Note** পূর্বের ৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৭। কত সালে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়?  
 (ক) ১৯৭১  
 (খ) ১৯৭৩  
 (গ) ১৯৭২

[চ.বো: '২৪]

- ১১। কত সালে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়?

- (ক) ছয় বছর

- (খ) সাত বছর

- (গ) আট বছর

উত্তর: (গ) আট বছর

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

- ৮। কত সালে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়?  
 (ক) ১৯৭১  
 (খ) ১৯৭৩  
 (গ) ১৯৭২

[চ.বো: '২৪]

- Note** পূর্বের ৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১০। কাজী নজরুল ইসলামের পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয় কেন?  
 (ক) কবির পিতার মৃত্যু হওয়ায় (খ) কবির মাতার মৃত্যু হওয়ায়  
 (গ) কবি বেকার থাকায় (ঘ) কবির জমিজমা না থাকায়
- উত্তর: (ক) কবির পিতার মৃত্যু হওয়ায় [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।
- ১১। কবি কাজী নজরুল ইসলাম কখন নিম্ন প্রাইমারি পাশ করেন?  
 (ক) ১২১৬ বঙ্গাব্দে (খ) ১২৯৬ বঙ্গাব্দে  
 (গ) ১৩১১ বঙ্গাব্দে (ঘ) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে
- উত্তর: (ঘ) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১২। কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় শিক্ষকতা করেন?  
 (ক) গ্রামের পাঠশালায় (খ) গ্রামের মন্ডবে  
 (গ) গ্রামের স্কুলে (ঘ) গ্রামের কলেজে
- উত্তর: (খ) গ্রামের মন্ডবে [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৩। বারো বছর বয়সে কবি কোথায় যোগ দেন?  
 (ক) চাকরিতে (খ) রুটির দোকানে  
 (গ) লেটোর দলে (ঘ) সেনাবাহিনীতে
- উত্তর: (ঘ) লেটোর দলে [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৪। লেটোর দলে যোগ দিয়ে নজরুল দলের জন্য কী রচনা করেন?  
 (ক) নাটক (খ) কবিতা (গ) পালাগান (ঘ) উপন্যাস
- উত্তর: (গ) পালাগান [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৫। কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় যোগদানের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সন্তান অধিকারী হয়ে ওঠেন?  
 (ক) গ্রামের মন্ডবে (খ) লেটোর দলে  
 (গ) সেনাবাহিনীতে (ঘ) সাহিত্য পত্রিকায়
- উত্তর: (খ) লেটোর দলে [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৬। নজরুল কোন যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?  
 (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ  
 (গ) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ
- উত্তর: (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৭। কত সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়?  
 (ক) ১৯১৪ সালে (খ) ১৯১৭ সালে  
 (গ) ১৯১৯ সালে (ঘ) ১৯২০ সালে
- উত্তর: (ঘ) ১৯২০ সালে [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ১৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১৮। ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। বাঙালি পল্টন ভেঙে  
 গেলে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় ফিরে আসেন এবং  
 পরিপূর্ণভাবে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

- ১৯। বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে নজরুল কোথায় আসেন?  
 (ক) ঢাকায় (খ) কলকাতায়  
 (গ) ময়মনসিংহে (ঘ) বীরভূমে
- উত্তর: (খ) কলকাতায় [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ১৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ২০। কখন কাজী নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে?  
 (ক) 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার পর  
 (খ) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর  
 (গ) পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পর  
 (ঘ) 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ লেখার পর
- উত্তর: (খ) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note সাংহিতিক 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর কাজী নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

- ২০। 'নবযুগ' কী?  
 (ক) নজরুল রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ  
 (খ) নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা  
 (গ) নজরুল রচিত অনুদিত নাটক
- উত্তর: (গ) নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত একটি পত্রিকার নাম 'নবযুগ'। 'নাম্বুল' এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকা দুটি ও তাঁর সম্পাদনায় বের হয়।

- ২১। কোনটি নজরুল রচিত কাব্য?  
 (ক) ব্যথার দান (খ) বিষের বাঁশি  
 (গ) রূদ্র-মঙ্গল (ঘ) বাঁধনহারা
- উত্তর: (খ) বিষের বাঁশি [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা বিষের বাঁশি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্য। কাজী নজরুল ইসলামের অন্যান্য কাব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'আগি-বীণা', 'সাম্যবাদী', 'সরহারা', 'সিন্দু-হিন্দোল', 'চক্ৰবাক', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়শিখা' ইত্যাদি।

- প্রশ্নে উল্লিখিত অন্যান্য অপশন:  
 (ক) ব্যথার দান: গল্পগুহ  
 (গ) রূদ্র-মঙ্গল: প্রবন্ধগুহ  
 (ঘ) বাঁধনহারা: উপন্যাস

- ২২। 'সাম্যবাদী' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?  
 (ক) উপন্যাস (খ) নাটক  
 (গ) অমণকাহিনি (ঘ) কাব্যগুহ
- উত্তর: (ঘ) কাব্যগুহ [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ২১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ২৩। কাজী নজরুল ইসলামকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে কে?  
 (ক) ভারত সরকার (খ) ব্রিটিশ সরকার  
 (গ) বাংলাদেশ সরকার (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- উত্তর: (ক) ভারত সরকার [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত সরকার ১৯৬০ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। কাজী নজরুল ইসলাম পদ্মভূষণ উপাধি ছাড়াও বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। তিনি জগতারিণী স্বর্ণপদক এবং একুশে পদক লাভ করেন।

- ২৪। কাজী নজরুল ইসলাম নিচের কোন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন?  
 (ক) স্বাধীনতা পদক (খ) নোবেল পুরস্কার  
 (গ) পুলিংজার পুরস্কার (ঘ) জগতারিণী স্বর্ণপদক
- উত্তর: (ঘ) জগতারিণী স্বর্ণপদক [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 Note পূর্বের ২৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ২৫। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাদে মৃত্যুবরণ করেন?  
 (ক) ১৮৯৯ (খ) ১৯১৭  
 (গ) ১৯৬০ (ঘ) ১৯৭৬
- উত্তর: (ঘ) ১৯৭৬ [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

- ২৬। 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল'- এই পঞ্জিক্র মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে—  
 (ক) কবির কোনো পরোয়া নেই (খ) কবি নির্ভার  
 (গ) কবি নির্দান্বিক (ঘ) কবি মৃত্যু
- উত্তর: (ক) কবির কোনো পরোয়া নেই [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা "বিদ্রোহী" কবিতার কবি সমন্বয় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি কোনো বন্ধন-নিয়ম-শৃঙ্খলা মানেন না। তাই তাদের নিয়মকে কবি কোনো পরোয়াও করেন না।

- ২৭। 'চির উন্নত মম শির'—কথাটি কীসের পরিচায়ক? [দিবো: ২২]  
 (ক) হিমালয়ের মত দৃঢ়তার  
 (খ) আত্মদন্ত প্রকাশের  
 (গ) মাথা ডুঁচ করে থাকার  
 (ঘ) অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার।
- উত্তর: (ঘ) অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার। [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]  
 ব্যাখ্যা 'চির-উন্নত মম শির' কথাটি অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার পরিচায়ক। বিদ্রোহী কবিতায় কবি সমন্বয় অন্যায়-অত্যাচার, অপশাসন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের জন্য প্রবল আত্মবিশ্বাসের

ও আত্মর্যাদার দরকার। কবির এই আত্মর্যাদাবোধ কেনো শক্তির কাছেই নত হয় না। কবির এই র্যাদা সমুদ্ভূত রাখার প্রত্যয় থেকে চির-উন্নত শির' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কবির শির দেখে তথা মন্তক প্রত্যক্ষ হিমালয়ের শিখর বা শীর্ষচূড়া পর্যন্ত মাথা নত করে থাকে।

১৪। কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?

ক) হিমালয় শিখর

খ) পৃথিবীর মানুষ

গ) পৃথিবীর বৃক্ষরাজি

ঘ) অত্যাচারী শাসককুল

উত্তর: ক) হিমালয় শিখর

Note: পূর্বে ২৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

১৫। 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'নটরাজ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? [চ.বো: ২৪]

ক) মহাদেব

খ) বিষ্ণু

গ) পরশুরাম

ঘ) বলরাম

উত্তর: ক) মহাদেব

ব্যাখ্যা 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি 'নটরাজ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে। তার আরেক নাম মহাদেব।

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

দেবতা শিবকে বুঝিয়েছেন। তার আরেক নাম মহাদেব।

কবিতায় কবি নিজেকে মহাপ্রলয়ের নটরাজ বলেছেন। সৃষ্টির ধ্রংসকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের দেবতা শিবের ভয়ংকর নৃত্যময় মৃত্তি নটরাজ হতে চান কবি। কবি নিজের শক্তির প্রচণ্ডতা বুঝাতে নিজেকে মহাপ্রলয়ের নটরাজ বলেছেন।

৩০। কবি নিজেকে কীসের নটরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন?

ক) নিখিল পৃথীবী

খ) বিশ্ব বিধাত্র

গ) মহা-প্রলয়ের

ঘ) শিখর হিমাদ্রি

উত্তর: গ) মহা-প্রলয়ের

Note: পূর্বে ২৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

৩১। কবি নিজেকে পৃথিবীর কী হিসেবে ঘোষণা করেছেন?

ক) আশীর্বাদ

খ) অভিশাপ

গ) শক্তির দৃত

ঘ) দীর্ঘশ্বাস

উত্তর: খ) অভিশাপ

ব্যাখ্যা কবি নিজেকে পৃথিবীর অভিশাপ বলেছেন।

অভিশাপকে যেমন মানুষ ভয় পায়। তেমনি কবিকেও মানুষ ভয় পাবে। কবির শক্তিমত্তা সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে জানান দিতেই নিজেকে অভিশাপের সাথে তুলনা করেছেন।

৩২। কবি সব ভেঙ্গেরে চুরমার করেন কেন?

ক) তিনি অশান্ত বলে

খ) নতুনের আবাহনে

গ) ক্ষমা-প্রদর্শনের জন্য

ঘ) তিনি অভিশপ্ত হওয়ায়

উত্তর: খ) নতুনের আবাহনে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০]

ব্যাখ্যা কবি নতুনের আবাহনে সব ভেঙ্গে চুরমার করতে চান। কবি নতুন পৃথিবী চান, আর নতুন পৃথিবী গড়তে হলে বর্তমান সেকেলে, জরাজীর্ণ পৃথিবী ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

৩৩। কবি নিজেকে কেমন ঝাড় বলে উল্লেখ করেছেন?

ক) ভয়ংকর

খ) বিধ্বংসী

গ) এলোকেশ্বে

ঘ) বিদ্রোহী

উত্তর: গ) এলোকেশ্বে

ব্যাখ্যা কবি নিজেকে এলোকেশ্বে ঝাড় বলে অভিহিত করেছেন।

কবি নিজের প্রচণ্ডতা, উন্নততা এবং ভয়ংকর ধ্রংসাত্মক ক্ষমতা বোঝাতে নিজেকে এলোকেশ্বে ঝাড় অকাল-বৈশাখি বলেছেন। মানুষ উন্নত বা পাগল হলে যেমন চুল এলোমেলো বা এলোকেশ্ব হয়, কবি তেমনি শক্তিশালী বৈশাখি ঝাড় হয়ে চারিদিকে এলোমেলো করার জন্য নিজেকে এলোকেশ্বে ঝাড় অকাল-বৈশাখি বলে আখ্যায়িত করেন।

৩৪। কবি নিজেকে কার বিদ্রোহী-সুত বলে ঘোষণা করেছেন?

ক) বিশ্ব-বিধাতার

খ) ভারত-মাতার

গ) জন্মভূমির

ঘ) স্বীয় ধর্মের

উত্তর: ক) বিশ্ব-বিধাতার

ব্যাখ্যা কবি নিজেকে বিশ্ব-বিধাতৃ বিদ্রোহী সুত বলে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীব্যাপী অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য একটি ব্যাপক বিদ্রোহের প্রয়োজন। বিশ্ব বিধাতৃ পুত্র হলে সেই বিদ্রোহের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি পাওয়া যাবে। কবি তাই নিজেকে বিশ্ববিধাতার পুত্র বা সুত বলেছেন।

৩৫। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার সুত হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন? [দি.বো: ২৩]

ক) দুর্বাসা

খ) বিশ্বামিত্র

উত্তর: খ) ইন্দ্রানী

ঘ) ইন্দ্রানী

ঘ) পরশুরাম

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

ব্যাখ্যা ইন্দ্রানী শব্দের অর্থ ইন্দ্রের ত্রী। আর সুত অর্থ পুত্র। ইন্দ্রানী সুত হল ইন্দ্রের পুত্র। ইন্দ্র ও ইন্দ্রানীর পুত্র জয়ত্ব যিনি রামায়নে বিক্রমের সাথে রাক্ষসসেনাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের বিদ্রোহ সন্তান ব্রহ্ম তুলে ধরতে নিজেকে ইন্দ্রানী সুত বলে পরিচয় দিয়েছেন।

৩৬। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতৃর্য'। চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ক) প্রেম ও যুদ্ধ

গ) প্রেম ও দ্রোহ

উত্তর: গ) প্রেম ও দ্রোহ

ঘ) দ্রোহ ও বিরহ

ঘ) সঙ্গীত দ্রোহ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

ব্যাখ্যা প্রশ়িক্ষণ উক্তি দ্বারা কবির দ্রোহ ও প্রেমের সন্তান প্রকাশিত হয়েছে। কবি মানুষের প্রতি হওয়া সমস্ত অন্যায়, নির্যাতন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ যোগণ করেন। এজন্য তিনি হাতে অস্ত্র বা 'রণতৃর্য' নিয়েছেন, তবে কবির রয়েছে অত্যাচারিত-নির্যাতিত-নিপীড়িতের প্রতি অসীম ভালোবাসা, যার জন্য তাঁর এক হাতে রণতৃর্য থাকলেও এই নিষ্পেষিত মানুষের জন্য তাঁর অন্য হাতে রয়েছে ভালোবাসার বাঁকা বাঁশের বাঁশরী।

৩৭। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতৃর্য' — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [চ.বো: ২৩; সি.বো: ২২]

ক) ভালোবাসা ও ঘৃণা

গ) নতুন ও পুরানো

উত্তর: ঘ) প্রেম ও বিদ্রোহ

ঘ) ভালো ও মন্দ

ঘ) প্রেম ও বিরহ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

Note: পূর্বে ৩৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৩৮। কবি নিজেকে বেদুঈন বলেছেন কেন?

ক) বেদুঈন পরিবারে জন্মের আকাঙ্ক্ষায়

খ) বেদুঈনরা যাযাবর বলে

গ) নিজেকে বেদুঈনদের মতো যোদ্ধা মনে করায়

ঘ) বেদুঈনদের ভালোবাসতেন বলে

উত্তর: গ) নিজেকে বেদুঈনদের মতো যোদ্ধা মনে করায়। [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

ব্যাখ্যা কবি নিজেকে বেদুঈন বলেছেন, কারণ তিনি নিজেকে বেদুঈনদের মতো সংঘামী মনে করেন।

আরবের বেদুঈনরা যাযাবর। তারা জীবন ও জীবিকার তাগিদে সারা জীবন একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়ায়। রূক্ষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করেই তারা টিকে থাকে। ক

## কবিতা-১৬ : বিদ্রোহী

৪১। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছে?

[ব.বো.'২৩]

- ক) বিশ্বামিত্র  
 গ) দুর্বাসা
- ব) ইন্দ্রাণী  
 ঘ) প্রভঙ্গল

উত্তর:  ক) বিশ্বামিত্র

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলেছেন। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বামিত্র সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। কবি নিজেকে বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলেছেন কারণ তিনিও বিশ্বামিত্রের মতো কঠিন সাধনা করতে চান। বদলে দিতে চান পৃথিবীকে।

৪২। কবি নজরল দাবানল হয়ে কী দাহন করবেন? [সি.বো.'২৩]

- ক) শূশান  
 ব) লোকালয়  
 গ) বিশ্ব
- ঘ) হিমাদ্রি

উত্তর:  গ) বিশ্ব

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** কবি দাবানল- হয়ে বিশ্ব দহন করতে চান।

কবি বিদ্রোহের জন্য প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হতে চান। তাই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতায় নিজেকে প্রকৃতি ও পুরাণের বিভিন্ন শক্তির সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন। দাবানল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী দাবানল যেমন মুহূর্তেই চারপাশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ফেলে, কবিও তেমনি শক্তির অধিকারী হয়ে চারপাশের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার পুড়িয়ে ফেলতে বা দাহ করতে চেয়েছেন।

৪৩। 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন চরণে কবির কোমল হৃদয়ের পরিচয় মেলে?

- ক) আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য  
 খ) আমি অবমানিতের মরম বেদনা  
 গ) আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার  
 ঘ) আমি সেই দিন হব শান্ত

উত্তর:  খ) আমি অবমানিতের মরম বেদনা [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** 'আমি অবমানিতের মরম বেদনা' পঞ্জিকিতে কবির কোমল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্রোহী কবিতায় কবির মধ্যে কঠোরতার পাশাপাশি কিছু জায়গায় কোমলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। কবি মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তাই তাদের অন্তরের ব্যথা অনুভব করেন এবং ভালোবাসার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন। কবির কোমল হৃদয়ের পরিচয়বাহী আরও কয়েকটি পঞ্জিক্তি:

"আমি বিপ্রিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের",  
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঙ্গুলি বুকে গতি ফের  
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,  
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।"

৪৪। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বাস্তিত ব্যথা?

- ক) পথিক-কবির  
 খ) গৃহহারা পথিকের  
 গ) ইন্দ্রাণী-সুতের  
 ঘ) উন্নান-উদাসীর

উত্তর:  খ) গৃহহারা পথিকের [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**Note** পূর্বের ৪৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৫। কবি নিজেকে পথিক কবির কী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?

- ক) কবিতা  
 খ) যন্ত্রসংগীত  
 গ) গভীর রাগিণী  
 ঘ) নিদাঘ-তিয়াসা

উত্তর:  গ) গভীর রাগিণী [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**Note** পূর্বের ৪৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৬। "যুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নির্বাম"- চরণটিতে নজরলের কোন মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে?

- ক) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা  
 খ) প্রবল দ্রোহের চেতনা  
 গ) সম্প্রীতি ও সৌহার্দের আহ্বান  
 ঘ) প্রচলিত রীতি-নীতির বিরোধিতা

উত্তর:  ক) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা

**ব্যাখ্যা** প্রশ্নের চরণটিতে নজরলের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশার মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

৪৭। কবি নিজেকে কার ডমরু ত্রিশূল বলেছেন?

- ক) পিণাক-পাণি  
 খ) ধর্মরাজের  
 গ) ইস্রাফিলের

উত্তর:  ক) পিণাক-পাণি

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল বলেছেন। শিব বা মহাদেব পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তাঁর নাম পিণাক পাণি। তাঁর অন্য হাতে ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ত্রিশূল থাকে। তাই কবি ও শিবের মতো দ্বৈতসত্ত্বার অধিকারী হতে চান।

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

- ঘ) অর্ফিয়াসের

৪৮। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার দণ্ড বলে অভিহিত করেছেন?

- খ) ইস্রাফিল  
 ঘ) পিণাক-পাণি

[চ.বো.'২৪]

৪৯।  ক) পরশুরাম

- খ) ধর্মরাজ

উত্তর:  গ) ধর্মরাজ

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে 'ধর্মরাজের দণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মরাজ বা যমরাজ হলেন মৃত্যু ও ন্যায়বিচারের হিন্দু দেবতা, তার বাসস্থান যমলোক বা যমপুরী।

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

৫০। কবি নিজেকে কার দণ্ড বলে অভিহিত করেছেন?

- খ) ধর্মরাজের  
 ঘ) পরশুরামের

উত্তর:  খ) ধর্মরাজের

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে 'ধর্মরাজের দণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন।

৫১। তিথি অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির মেয়ে। ক্রোধাবিত হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তিথির সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কার মিল রয়েছে? [ব.বো.'২২]

- ক) চেঙ্গিস খানের

- খ) ক্ষ্যাপা দুর্বাসার

- গ) পিণাক-পাণির

উত্তর:  খ) ক্ষ্যাপা দুর্বাসা

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** তিথির সাথে বিদ্রোহী কবিতার ক্ষ্যাপা দুর্বাসার মিল রয়েছে। দুর্বাসা ও বিশ্বামিত্র প্রাচীন ভারতের দুই বিশিষ্ট মূনি ও ঋষি। ঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য দুর্বাসা ছিলেন প্রচণ্ড রাগী। আলোচ্য কবিতায় দুর্বাসার সঙ্গে নিজের তুলনা করে কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

৫২। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কাকে ক্ষ্যাপা বলা হয়েছে?

- ক) অর্ফিয়াসকে

- খ) দুর্বাসাকে

- গ) ইস্রাফিলকে

উত্তর:  দুর্বাসাকে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**Note** পূর্বের ৫০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৫৩। নজরল নিজেকে কার শিষ্য বলেছেন?

- ক) চেঙ্গিসের

- খ) বিশ্বামিত্রের

- গ) বলরামের

উত্তর:  গ) বিশ্বামিত্রের

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলেছেন।

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বামিত্র সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। কবি নিজেকে বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলেছেন কারণ তিনিও বিশ্বামিত্রের মতো কঠিন সাধনা করতে চান। বদলে দিতে চান পৃথিবীকে।

৫৪। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের 'ক্রন্দন-শ্বাস'? [ব.বো.'২৪]

- ক) হৃতাশীর

- খ) উৎপীড়িতের

- গ) অবমানিতের

উত্তর:  ঘ) বিধবার

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে উদাসীর উন্মান মন বলেছেন।

কবি অত্যাচারীর প্রতি যেমন প্রবল শক্তিশালী ও প্রতিশোধপ্রয়াস তেমনি তিনি স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত সহানুভূতিপ্রবণ। তাঁর মধ্যে উদাসীর মতোই উন্মান মনও রয়েছে। উদাসী যেমন কোনো কারণে মন খারাপ করে থাকে, কবিরও তেমনি মন খারাপ হয়।

৫৫। “আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।”— ‘বিদ্রোহী’ কবিতার এই পঞ্জিকিতে কবির কোন সন্তান প্রকাশ পেয়েছে? [য.বো:’২৪]

- (ক) প্রেমিক
- (খ) বিদ্রোহী
- (গ) কঠোর
- (ঘ) কোমল

উত্তর: **ক** প্রেমিক

**ব্যাখ্যা** “আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।”— ‘বিদ্রোহী’ কবিতার এই পঞ্জিকিতে দ্বারা কবির প্রেমিক সন্তান প্রকাশ ঘটেছে। শ্যাম বা শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকা বাঁশির সুরে প্রেমিকা শ্রীরাধা মোহিত হয়ে প্রেমিক কৃষ্ণের কাছে আসার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখাত। কবি এখানে নিজেকে বাঁশির সাথে তুলনা করে নিজের প্রেমিক সন্তান প্রকাশ ঘটান।

৫৬। ‘আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী’— এখানে ‘শ্যাম’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- (ক) মহাদেবকে
- (খ) বিষ্ণুকে
- (গ) নারায়ণকে
- (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকে

উত্তর: **ঘ** শ্রীকৃষ্ণকে

**ব্যাখ্যা** শ্যাম বলতে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্যামের হাতে বাঁশি থাকতো। এই বাঁশির সুরে শ্রীরাধা মোহিত হত। কবিও এমন বাঁশি হতে চান।

৫৭। কবি নিজেকে ‘বিদ্রোহ-বাহী’ বলেছেন কেন?

- (ক) তিনি বিদ্রোহ বহন করেন বলে
- (খ) তিনি বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন বলে
- (গ) তিনি বিপ্লবে বিশ্বাসী বলে
- (ঘ) তিনি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা লিখেছেন বলে

উত্তর: **খ** তিনি বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন বলে। [য.বো:’২৬]

**ব্যাখ্যা** কবি বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন বলে নিজেকে বিদ্রোহবাহী বলেছেন।

৫৮। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান কেন? [য.বো:’২২]

- (ক) ক্ষাত্রিয়কে বিনষ্ট করতে
- (খ) বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে
- (গ) পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
- (ঘ) শক্রতা নিরসনের জন্য

উত্তর: **গ** পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

**ব্যাখ্যা** ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান।

ক্ষত্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের চার বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। রাজ্যশাসন, রাজ্যরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিধান করা এদের দায়িত্ব। হিন্দু পুরাণের এক বিশিষ্ট চরিত্র পরশুরাম। তিনি বহুবার তাঁর কুঠার দিয়ে অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের ধ্বংস করেন। আলোচ্য অংশে পরশুরামের প্রতীকে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কবি তাঁর ক্ষেত্রে বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবিতায় কবি এদেরই বিনাশ করতে তথা নিঃক্ষত্রিয় করতে চেয়েছেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

৫৯। কবি কার কুঠার দিয়ে বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করবেন? [য.বো:’২২]

- (ক) ইস্রাফিল
- (খ) অর্ফিয়াস
- (গ) পরশুরাম
- (ঘ) দুর্বাসার

উত্তর: **গ** পরশুরাম

**ব্যাখ্যা** কবি পরশুরামের কুঠার দিয়ে পৃথিবীর যোদ্ধাবাজদের তথা ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করবেন। কবির আত্মর্যাদাবোধ এতটাই প্রধর যে, তা কোনো শক্তির কাছেই মাথা নত করে না। কবির এই প্রবল আত্মর্যাদাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাঙ্গীল হয়ে হিমালয় পর্বতও শ্রদ্ধাবন্ত হয়।

৬০। কবি নিজেকে কার কঠোর কুঠারের সাথে তুলনা করেছেন?

- (ক) পরশুরামের
- (খ) বিশ্বামিত্রের
- (গ) বিরুদ্ধবিশ্বের

উত্তর: **ক** পরশুরামের

**Note** পূর্বের ৫৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬১। নিচের কোন পঞ্জিকিতে নজরলের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে?

- (ক) আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব
- (খ) নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব
- (গ) ঘূম চুম্ব দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিবাযুম
- (ঘ) আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া

উত্তর: **খ** নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১।

**Note** পূর্বের ৫৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬২। কবি নিজেকে বলরামের কী হিসেবে ঘোষণা করেছেন?

- (ক) হল
- (খ) শিঙা
- (গ) হলাহল
- (ঘ) কুঠার

উত্তর: **ক** হল

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে বলরামের হল বলে অভিহিত করেন। হল বা লাঙল হলো বলরামের অন্ত।

৬৩। কবি অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন কেন?

- (ক) ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য
- (খ) বিশ্বকে শাসন করার জন্য
- (গ) তিনি বিদ্রোহী বলে
- (ঘ) নব সৃষ্টির মহানন্দ লাভ করতে

উত্তর: **ঘ** নব সৃষ্টির মহানন্দ লাভ করতে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

**ব্যাখ্যা** কবি নতুন সৃষ্টির আনন্দে অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চান।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবির সৃষ্টি সন্তা এবং ধ্বংস সন্তার মিশ্রণ দেখা যায়। কবি পুরাতন জরাজীর্ণতাকে ধ্বংস করে তার স্থানে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চান।

৬৪। মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত-এই রণ কীসের বিরুদ্ধে?

- (ক) অন্যায়-অত্যাচার
- (খ) ধর্মনাশের অপচেষ্টা
- (গ) দ্বন্দেশের পরাধীনতা
- (ঘ) বৈশিক মহামারি

উত্তর: **ক** অন্যায়-অত্যাচার

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

**ব্যাখ্যা** প্রশ্নোক্ত কবির ‘রণ’ বা যুদ্ধ অন্যায়-অত্যাচার না বন্ধ হওয়া পর্যন্ত উৎপীড়িতের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যতক্ষণ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ (অস্ত্রবিশেষ) যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ তার রণ বা যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

৬৫। অত্যাচারীর কোন অস্ত্রি ভীম রণ-ভূমে রণিবে না বলে কবি প্রত্যাশা করেছেন?

- (ক) টর্পেডো
- (খ) খড়গ কৃপাণ
- (গ) মাইন
- (ঘ) কঠোর কুঠার

উত্তর: **খ** খড়গ কৃপাণ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

**Note** পূর্বের ৬৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬৬। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবির অশান্ত হয়ে ঝঠার কারণ কী? [য.বো:’২৪]

- (ক) নিপীড়িত মানবতার জন্য
- (খ) হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে
- (গ) স্বাধীনতার জন্য
- (ঘ) একাকিন্ত ও হতাশা থেকে

উত্তর: **ক** নিপীড়িত মানবতার জন্য

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

**ব্যাখ্যা** ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের হাহাকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অশান্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি সেইদিনই শান্ত হবেন যেদিন অত্যাচারীর অস্ত্র পৃথিবীর কোথাও উঠিত হবে না; উৎপীড়িত-মানবতার কান্থার আওয়াজ শুনা যাবে না। মূলত নিপীড়িত মানুষের অন্যায়-অত্যাচারকে দমন করার জন্যই তিনি অশান্ত হয়ে ওঠেন।

৬৭। কার ‘ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না’—বলে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কবির কামনা? [সি.বো:’২২]

- (ক) অবমানিতের
- (খ) উৎপীড়িতের
- (গ) হতদরিদ্রের

উত্তর: **গ** উৎপীড়িতের

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২; ২৬৪।

**ব্যাখ্যা**

## কবিতা-১৬ : বিদ্রোহী

**ব্যাখ্যা** কবি নিজেকে 'চির- বিদ্রোহী' বলেছেন, তাঁর বিদ্রোহ নিরসন বলে।  
কবি অন্যায়-অত্যাচার, অনাচার-অবিচার যতদিন দেখবেন, ততদিন  
তিনি বিদ্রোহী হবেন।

৬৯। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্র কোনটি?

- (ক) অর্ফিয়াস
- (খ) ইস্রাফিল
- (গ) নটরাজ
- (ঘ) চেঙ্গিস

উত্তর: **ঘ** চেঙ্গিস

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত 'চেঙ্গিস' চরিত্রটি ঐতিহাসিক।

চেঙ্গিস খান (১১৫২-১২২৭) ছিলেন মঙ্গল জাতির দুর্বর্ষ যোদ্ধা ও  
সামরিক নেতা। তাঁর নেতৃত্বে মঙ্গল জাতি মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকা  
জুড়ে মোঙ্গল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৭০। অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন সর্বাত্মক যুদ্ধ।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঞ্চিত কোন কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- (ক) বিদ্রোহী
- (খ) সুচেতনা
- (গ) তাহারেই পড়ে ঘনে
- (ঘ) আঠারো বছর বয়স

উত্তর: **ক** বিদ্রোহী

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে  
যেমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি  
'বিদ্রোহী' কবিতায়ও এক প্রবল আমিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যে  
আমি সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

৭১। 'নেহারি' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) হার না মেনে
- (খ) অনুসন্ধান করে
- (গ) প্রত্যক্ষ করে
- (ঘ) মাথা নত না করে

উত্তর: **গ** প্রত্যক্ষ করে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** 'নেহারি' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ করে, দেখে, দর্শন করে।

৭২। 'শিখর হিমাদ্রি' সবচেয়ে সহজ অর্থ কোনটি? [চ.বো.: ২৪]

- (ক) হিমালয়ের শিখা
- (খ) হিমালয়ের পাদদেশ
- (গ) হিমালয়ের শীর্ষচূড়া
- (ঘ) হিমালয়ের বিস্তার

উত্তর: **গ** হিমালয়ের শীর্ষচূড়া

**ব্যাখ্যা** 'শিখর হিমাদ্রি' সবচেয়ে সহজ অর্থ হিমালয়ের শীর্ষচূড়া। 'শিখর'  
শব্দের অর্থ কেনো কিছুর শীর্ষচূড়া এবং 'হিমাদ্রি' মানে হিমালয়  
পর্বতমালা। সুতরাং 'শিখর হিমাদ্রি' সবচেয়ে সহজ অর্থ হিমালয়ের  
শিখর বা শীর্ষচূড়া।

৭৩। "শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রি!" — চরণটিতে  
মূলত কী প্রকাশ পেয়েছে? [সি.বো.: ২৩]

- (ক) তীব্র আত্মবিদ্ধাস
- (খ) প্রবল অহংকার
- (গ) প্রত্যক্ষ করে
- (ঘ) বিপুল প্রত্যাশা

উত্তর: **ক** তীব্র আত্মবিদ্ধাস

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহ করেছেন সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার ও  
অবিচারের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহের জন্য তিনি আত্মশক্তির  
জাগরণের প্রয়োজনে প্রচণ্ড এক আমিত্বের জয়গান গেয়েছেন। কবির  
উল্লত শির কোন শক্তির ভয়েই ভীত নয়, কবির আত্মশক্তি এবং  
আত্মাভিমান এতটাই উচু যে মহারথী হিমালয়ও তাকে সম্মান করে  
মাথা নত করে।

৭৪। ধৰ্মসকালে মহাদেবের ভয়ংকর নৃত্যময় মূর্তি কোনটি?

- (ক) শিব
- (খ) ধূর্জিটি
- (গ) পিণাক-পানি
- (ঘ) নটরাজ

উত্তর: **ঘ** নটরাজ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** ধৰ্মসকালে মহাদেবের ভয়ংকর উদাম নৃত্যময় মূর্তির নাম নটরাজ।  
তাই এই নৃত্যের ফলে সবকিছু ধৰ্ম হবে বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৫। পঞ্চ-পাঞ্চবের দ্বিতীয় পাঞ্চ কে?

- (ক) শ্যাম
- (খ) ভীম
- (গ) পরশুরাম
- (ঘ) বলরাম

উত্তর: **ঘ** ভীম

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** পঞ্চপাঞ্চবের দ্বিতীয় পাঞ্চ ছিলেন ভীম। তিনি গদাযুদ্ধে পারদশী ছিলেন।

৭৬। নিচের কোন চরিত্রটি অন্যদের থেকে ভিন্ন?

- (ক) ধূর্জিটি
- (খ) পিণাক-পানি
- (গ) ধর্মরাজ
- (ঘ) রুদ্র

উত্তর: **গ** ধর্মরাজ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২-২৬৩]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রশ্নোত্তর চারটি চরিত্রের মধ্যে ধূর্জিটি, পিণাক-পানি ও  
রুদ্র এই তিনিটি চরিত্র মূলত একই। এগুলো শিব বা মহাদেবের অন্য  
নামকে নির্দেশ করে। অপরদিকে ধর্মরাজ হলেন যমপুরীতে বাসকারী  
মৃত্যু ও ন্যায় বিচারের হিন্দু দেবতা। তাই এটি ভিন্ন একটি চরিত্র।

৭৭। 'বিদ্রোহী' কবিতায় অকাল বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে

[চ.বো.: ২৩]

কীসের?

- (ক) এলানো কেশের
- (খ) আইনের
- (গ) মহাপ্রলয়ের
- (ঘ) নটরাজের নৃত্যের

উত্তর: **ক** এলানো কেশের

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবিকে কোনোভাবেই দমন করা যায় না। তিনি  
সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন। কোনো বন্ধন তাঁকে বাধতে  
পারে না। তিনি জটাধারী শিব ধূর্জিটির মতো ধূমুক্তি। তাই কবি তাঁর  
এলানো কেশকে অকাল বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করে নিজের  
বিদ্রোহী সন্তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

৭৮। 'সুত' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) সুতা
- (খ) পুত্র
- (গ) শ্রোত
- (ঘ) তন্ত্র

উত্তর: **খ** পুত্র

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** সুত শব্দের অর্থ ছেলে, পুত্র। অন্যদিকে সুতা এবং তন্ত্র এর অর্থ যথাক্রমে  
মেয়ে ও সৃতা।

৭৯। কার পুত্রের নাম জয়ন্ত?

- (ক) ইন্দ্রানীর
- (খ) পরশুরামের
- (গ) ভীমের
- (ঘ) বিশ্বামীর

উত্তর: **ক** ইন্দ্রানীর

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** ইন্দ্র ও ইন্দ্রানীর পুত্রের নাম জয়ন্ত। তাঁর হাতে চন্দ্র এবং কপালে স্রষ্ট  
ছিল বলে পুরাণে উল্লেখ্য।

৮০। কিছুটা পিছিয়ে সন্ময়পূর্ণ সালাম বা অভিবাদনকে কী বলে?

- (ক) আফালন
- (খ) প্রত্যুদ্গমন
- (গ) কুর্নিশ

উত্তর: **ঘ** কুর্নিশ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** কিছুটা পিছিয়ে সন্ময়পূর্ণ সালামকে বা অভিবাদনকে কুর্নিশ বলে।  
'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে কুর্নিশ না করার  
কথা জানান।

৮১। উষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত  
আমরা টুটাবো তিমির রাত  
বাধার বিঞ্চ্চাল।

উদ্দীপকটি কোন কবিতার ভাব ধারণ করে?

- (ক) আঠারো বছর বয়স
- (খ) সেই অস্ত্র
- (গ) ফেব্রুয়ারি-১৯৬৯

উত্তর: **ঘ** বিদ্রোহী

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২]

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের কবিতায় আঘাতের মাধ্যমে রাঙা প্রভাত আনতে, অন্ধকার  
দূর করতে বলা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিও সকল অন্যায়-  
অস্ত্রের ফলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

৮২। শিব বা মহাদেবকে ধূর্জিটি বলা হয় কেন?

- (ক)

৮৩। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্র কোনটি? [ম.বো: ২৪]

- ক) অর্ফিয়াস
- খ) ইস্রাফিল
- গ) নটরাজ
- ঘ) চেঙ্গিস

উত্তর:  ঘ) চেঙ্গিস

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত অন্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র হলো চেঙ্গিস বা চেঙ্গিস খান। চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) মোঙ্গল জাতির অন্যতম যোদ্ধা ও সামরিক নেতা। অন্যদিকে, অর্ফিয়াস, নটরাজ ও ইস্রাফিল পৌরাণিক চরিত্র।

৮৪। নিচের কোন জিনিসটি মহাদেবের হাতে থাকে?

- ক) চক্র
- খ) শঙ্খ
- গ) গদা
- ঘ) ত্রিশূল

উত্তর:  ঘ) ত্রিশূল

**Note** পূর্বের ৮৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৮৫। নাসরিন অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির শাসক। ক্ষেত্রাধিত হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তার। নাসরিনের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার কার মিল রয়েছে?

- ক) পিণাক-পাণি
- খ) ক্ষ্যাপা দুর্বাসা
- গ) নটরাজ শিব
- ঘ) চেঙ্গিস খান

উত্তর:  ঘ) ক্ষ্যাপা দুর্বাসা

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** উদীপকের নাসরিনের সাথে বিদ্রোহী কবিতার ক্ষ্যাপা দুর্বাসার মিল রয়েছে। ক্ষ্যাপা দুর্বাসা রাগী বৈশিষ্ট্যের একজন পৌরাণিক মুনি ছিলেন। তাঁর রাগের কারণে অনেকেই আগুনে দস্তি হন।

৮৬। বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কে?

- ক) বিশ্বামিত্র
- খ) শ্যাম
- গ) ইস্রাফিল
- ঘ) পিণাক-পাণি

উত্তর:  গ) ইস্রাফিল

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম ইস্রাফিল। তিনি মহাপ্রলয়কালে শিঙায় ফুঁক দিবেন।

৮৭। বিষ্ণু বা সুদর্শন কয় হাতবিশিষ্ট?

- ক) দুই হাত
- খ) চার হাত
- গ) আট হাত
- ঘ) দশ হাত

উত্তর:  খ) চার হাত

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** বিষ্ণু বা সুদর্শন চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর এক একটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম।

৮৮। 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'প্রণব-নাদ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [রাবো: ২৪]

- ক) সকরণ বিলাপ
- খ) বিকট আওয়াজ
- গ) প্রতিধ্বনি
- ঘ) ওক্তার ধ্বনি

উত্তর:  ঘ) ওক্তার ধ্বনি

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'প্রণব-নাদ' বলতে ওক্তার বা আদি ধ্বনিকে বোঝায়। যা উচ্চারণ করে দৈর্ঘ্যের আরাধনা করা হয়।

৮৯। 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রণবনাদ বলতে কী বুঝানো হয়েছে [ম.বো: ২৩]

- ক) ওক্তার ধ্বনি
- খ) করুণ কান্না
- গ) ঐকতান
- ঘ) মহাশব্দ

উত্তর:  ক) ওক্তার ধ্বনি

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** প্রণব-নাদ বলতে ওক্তার ধ্বনিকে বোঝায়।

৯০। 'প্রণব-নাদ' অর্থ কী?

- ক) ওক্তার ধ্বনি
- খ) ধ্বংসের বার্তা
- গ) ধ্বংসের বার্তা
- ঘ) বিধ্বংসী শিঙার সুর

উত্তর:  ক) ওক্তার ধ্বনি

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**Note** পূর্বের ৮৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯১। দুর্বাসার পিতার নাম কী?

- ক) মহৰ্ষি কপিল
- খ) মহৰ্ষি বিশ্বামিত্র
- গ) মহৰ্ষি অত্রি
- ঘ) মহৰ্ষি উষাগা

উত্তর:  গ) মহৰ্ষি অত্রি

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি দুর্বাসা। মহৰ্ষি অত্রির ঔরষে ও তাঁর ত্রী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম। এর কোপানলে পড়ে অনেকেই দস্তি হন।

৯২। কে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েও কঠোর তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন?

- ক) দুর্বাসা
- খ) অত্রি
- গ) প্রণব
- ঘ) বিশ্বামিত্র

উত্তর:  ঘ) বিশ্বামিত্র

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েও কঠোর তপস্যা বা সাধনার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

৯৩। গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা কে?

- ক) অর্ফিয়াস
- খ) অ্যাপোলো
- গ) ইগ্রাস
- ঘ) জিউস

উত্তর:  খ) অ্যাপোলো

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা অ্যাপোলো ও মিউজ ক্যাল্লোপির পুত্র অর্ফিয়াস ছিলেন মহান কবি ও শিল্পী। তবে মতান্তরে ইনি থেসের রাজা ইগ্রাসের সন্তান। ইনি যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যন্ত্রসংগীতে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ইনি সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে ভালোবাসার পাত্রী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন। সুরের জাল বিস্তার করে অর্ফিয়াস মৃত ইউরিডিসের প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য ভুলের জন্য এই সাফল্য তাঁর অধরা থেকে যায়।

৯৪। ইয়াস কোথাকার রাজা ছিলেন?

- ক) ইথাকার
- খ) স্পার্টার
- গ) থেসের
- ঘ) এথেসের

উত্তর:  গ) থেসের

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**Note** পূর্বের ৯৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯৫। অর্ফিয়াসের মায়ের নাম কী?

- ক) মিউজ ক্যাল্লোপি
- খ) ইগ্রাস
- গ) এথিনা
- ঘ) নেমেসিস

উত্তর:  ক) মিউজ ক্যাল্লোপি

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**Note** পূর্বের ৯৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯৬। অর্ফিয়াস কীভাবে ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন?

- ক) গান গেয়ে
- খ) শারীরিক সৌন্দর্য দেখিয়ে
- গ) অর্থবিত্তের লোভ দেখিয়ে
- ঘ) সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে

উত্তর:  ঘ) সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**Note** পূর্বের ৯৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯৭। হাবিয়া কী?

- ক) সাতটি দোজখের একটির নাম
- খ) আটটি বেহেশতের একটির নাম
- গ) বেহেশতের একটি নদীর নাম
- ঘ) দোজখের প্রধান দ্বারা

উত্তর:  ক) সাতটি দোজখের একটির নাম

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৩]

**ব্যাখ্যা** 'হাবিয়া' সাতটি দোজখের একটির নাম।

৯৮। কার আদেশে পরশুরাম কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেন?

## কবিতা-১৬ : বিদ্রোহী

১০১। পরতরাম কার বৈমাত্রেয় জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা?

- ক) দুর্বাসার  
 গ) বিশ্বামিত্রের

- খ) শ্রীকৃষ্ণের  
 ঘ) রামচন্দ্রের

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  শ্রীকৃষ্ণের

Note পূর্বের ১৮নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১০২। 'হল' শব্দের অর্থ কী?

- ক) পাহাড়  
 গ) লাঞ্ছল

- খ) কুঠার  
 ঘ) কাটে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  লাঞ্ছল

ব্যাখ্যা লাঙল; বলরামের অস্ত্র।

১০৩। খড়গ কী?

- ক) যন্ত্রবিশেষ  
 গ) খাদ্যবিশেষ

- খ) অক্ষিবিশেষ  
 ঘ) সাজবিশেষ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  অক্ষিবিশেষ

ব্যাখ্যা অক্ষিবিশেষ। বলিদানে ব্যবহৃত হয়।

১০৪। তলোয়ার বা তরবারি-সদৃশ অক্ষিবিশেষ কোনটি?

- ক) হল  
 গ) গদা

- খ) চক্র  
 ঘ) কৃপাণ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  কৃপাণ

ব্যাখ্যা তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অক্ষিবিশেষ হলো কৃপাণ।

১০৫। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

[চ.বো.: ২৪; চ.বো.: ২৩]

- ক) সাম্যবাদী  
 গ) সর্বহারা

- খ) বিমের বাঁশি  
 ঘ) অগ্নিবীণা

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  অগ্নিবীণা

ব্যাখ্যা কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। উল্লিখিত হিসাব অনুসারে 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ২০২২ সালে।

উল্লেখ্য, কবিতাটি সাম্প্রতিক 'বিজলি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১০৬। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে— [চ.বো.: ২২]

- ক) ২০১৯ সালে  
 গ) ২০২১ সালে

- খ) ২০২০ সালে  
 ঘ) ২০২২ সালে

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

উত্তর:  ২০২২ সালে

Note পূর্বের ১০৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১০৭। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?

[ম.বো.: ২২]

- ক) ১৯২১ সাল  
 গ) ১৯২৩ সাল

- খ) ১৯২২ সাল  
 ঘ) ১৯২০ সাল

উত্তর:  ১৯২২ সাল

ব্যাখ্যা পূর্বের ১০৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১০৮। 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশিত হয়েছে কোন পঞ্জিকিতে?

[চ.বো.: ২৪]

- ক) সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ  
 খ) মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি  
 গ) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি  
 ঘ) সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

উত্তর:  মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি [Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল চেতনা বিদ্রোহ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় ফুটে উঠেছে সকল অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার, শোষক-নির্যাতক ও উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষেত্র ও বিদ্রোহ। প্রশ্নোক্ত 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচানো বলে যুদ্ধ করি' পঞ্জিকিতেও একটি ফুল অর্থাৎ মাতৃভূমিকে পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং উভয়টির মূল চেতনা এক।

১০৯। "মুষ্টিবন্ধ উদ্ভত বাহু আর ঝলসানো দৃষ্টিতে বিপ্লব অনিবার্য"— উত্তরের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন কবিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? [চ.বো.: ২৩]

- বিদ্রোহী

- প্রতিদান

- সুচেতনা

- আঠারো বছর বয়স

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা বিদ্রোহী কবিতায় কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কেননা তিনি শোষক-নির্যাতকদের প্রতিষ্ঠিত আইন অমান্য করেন। কেননা এগুলোর দ্বারা মানুষকে বন্দি করা হয়েছে। আবার তিনি জরাজীর্ণ পৃথিবী ভেঙে চুরমার করতে চান। পৃথিবীর জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন পৃথিবী গড়তে চান কবি। কবির এই বিদ্রোহী সত্ত্বাটি প্রশ্নোক্ত "মুষ্টিবন্ধ উদ্ভত বাহু আর ঝলসানো দৃষ্টিতে বিপ্লব অনিবার্য" বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে।

১১০। 'জাগ রে কৃষণ, সব তো গেছে, কীসের আর ভয়'-

উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার যে ভাব ফুটে উঠেছে— [ব.বো.: ২২]

- বিদ্রোহ  
 সংগ্রাম  
 প্রতিবাদ

উত্তর:  প্রতিরোধ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের কৃষকের সবই গেছে, তার আর ভয় নেই; তাকে এখন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিও সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেছেন।

১১১। 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির কী?

- সদাচারণ  
 আত্মপ্রকাশ

- আত্মপ্রকাল  
 উত্তর

উত্তর:  আত্মপ্রকাশ

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদস্য আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবি উপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের ভিত কাঁপানোর জন্য তাঁর এ কবিতার আত্মপ্রকাশ ঘটান।

১১২। উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বলতে কোন সময়কে নির্দেশ করে?

- পাল যুগ  
 মোগল শাসনামল

- ইংরেজ শাসনামল

উত্তর:  ইংরেজ শাসনামল

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা উপনিবেশিক ভারতবর্ষ বলতে ইংরেজ শাসনামলকে বোঝায়।

জেনে রাখা ভালো: ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন শুরু হয়। ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনকে উপনিবেশিক শাসন বলা হয়।

১১৩। 'বিদ্রোহী' কবিতা শেষ হয়েছে কোন প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে? [দি.বো.: ২৪]

- অত্যাচারীর বিনাশ  
 অন্যায়ের শাস্তিবিধান

- অবসান

উত্তর:  অবসান

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪]

ব্যাখ্যা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি শেষ হয়েছে অত্যাচারের অবসান কামনার মধ্য দিয়ে।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি শুরু কবির আত্মসত্ত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে এবং তা বহুবিচ্ছিন্ন পথ পাঢ়ি দিয়ে অত্যাচারের অবসান কামনায় শেষ হয়েছে।

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নাত্মক

১১৪। বিদ্রোহী কবি-

- i. সবকিছু ভেঙে চুরমার করেন

- ii. আইন অমান্য করেন

মহাশঙ্খ থাকে।

১১৮। 'বিদ্রোহী' কবিতার অনুসারে কবি—

Q. i. উদাসীর উন্নন মন

ii. অবমানিতের মরম বেদনা

iii. বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: **ঘ** i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১]

**ব্যাখ্যা** 'বিদ্রোহী' কবিতায় কিছু জায়গায় কবির কোমল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি অত্যাচারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের অধিকারী, তবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের মতোই কোমল অনুভূতির অধিকারী। কবির এই অনুভূতিগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় প্রশ্নোত্তর অপশনগুলোতে।

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নাত্তর

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**  
“কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়? ভেঙে ফেল ঐ  
ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার।”

১২৩। উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কোন চরণটির  
সাদৃশ্য রয়েছে? [ব.বো.’২৪]

- (ক) আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
- (খ) আমি অনিয়ম উচ্ছ্বেষণ,
- (গ) আমি মানি না কোন আইন
- (ঘ) আমি অবসান, নিশাবসান।

উত্তর: (ক) আমি ভেঙে করি সব চুরমার। |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০|

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ হলো—  
‘আমি ভেঙে করি সব চুরমার’। এখনে কবি সকল অন্যায়, অত্যাচার ও  
নির্যাতকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। উদ্দীপকেও  
কবি বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র অ্যরণ করে উপাসনালয়ে তালা দেওয়ার  
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুতরাং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে  
প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ উদ্দীপক ও উক্ত কবিতার মূল চেতনা।

১২৪। উদ্দীপক ও উক্ত কবিতার মূল চেতনা— [ব.বো.’২৪]

- i. অন্যায়ের প্রতিবাদ
- ii. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
- iii. নির্যাতিতের আর্তচিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০|

**Note** পূর্বের ১২৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**  
“ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে রয়েছে নির্জনতার কালো হে মহামানব,  
এখনে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।”

১২৫। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পঞ্জকি কোনটি? [ব.বো.’২২]

- (ক) মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
- (খ) আমি মানি না কোন কোন আইন
- (গ) বলবীর-বল উন্নত মম শির।
- (ঘ) আমি উম্মন মন উদসীর

উত্তর: (গ) বলবীর-বল উন্নত মম শির। |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০|

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পঞ্জকি হলো বলবীর - বল উন্নত মম  
শির। উক্ত বাক্যে মাথা উঁচু করে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা  
দেয়া হয়েছে। উদ্দীপকেও শূন্য ভিটেয় মহামানবকে আগুন জ্বালিয়ে  
অত্যাচারী রাজশক্তিকে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে।

১২৬। উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কোন ভাবের প্রকাশ ঘটেছে? [ব.বো.’২২]

- (ক) মহানুভবতার অনিন্দ্য প্রকাশ
- (খ) বিপ্লবী চেতনার অবসায়নের আহ্বান
- (গ) অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান
- (ঘ) রাজশক্তিকে সতর্কবার্তা প্রদান

উত্তর: (ঘ) রাজশক্তিকে সতর্কবার্তা প্রদান

**Note** পূর্বের ১২৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন। |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬০|

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

“এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,  
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,

সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি

ক্ষিধের জ্বালায় শুশ্রে, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি।”—কাজী নজরুল ইসলাম

১২৭। উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কোন দিকটি ফুঁটে উঠেছে?

- (ক) নিপীড়িতের বেদনা
- (খ) প্রেম ও দ্রোহের সমন্বয়
- (গ) নিপীড়িতের বেদনা
- (ঘ) বিদ্রোহী মনোভাব
- (ঘ) বিধ্বংসী মনোভাব

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১|

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার নিপীড়িতের বেদনার দিকটি ফুঁটে উঠেছে।  
‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি নিজেকে নিপীড়িতের বেদনার সাথে একাত্ম  
করেছেন। তিনি নিজেকে বঞ্চিত ব্যথা, অবমানিতের মরম বেদনা,  
ইত্যাদি কথা দ্বারা অসহায়, নিপীড়িত, সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট  
অনুভবের কথা প্রকাশ করেন। উদ্দীপকেও সাধারণ বঞ্চিত মানবশক্তির  
দুঃখ-কষ্টের এবং অনাহারের চিত্রটি এসেছে।

১২৮। উদ্দীপকের সমান্তরাল ভাবনা ‘বিদ্রোহী’ কবিতার যে চরণে ফুঁটে  
উঠেছে তা হলো—

- i. আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া
- ii. আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের
- iii. আমি অবমানিতের মরম বেদনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬১|

**Note** পূর্বের ১৩০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**  
“খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?  
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।”

(মানুষ) — কাজী নজরুল ইসলাম,

১২৯। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন কবিতার বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে?

- (ক) ফেরুক্যারি ১৯৬৯
- (খ) সোনার তরী
- (গ) বিদ্রোহী
- (ঘ) সুচেতনা

উত্তর: (গ) বিদ্রোহী |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২|

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার বিষয়বস্তুর ঘিল রয়েছে।

উদ্দীপকে অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে  
মানবিকতা উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়াও তালা ভাঙার দ্বারা  
আপসহীনতার দিকটিও ফুঁটে উঠেছে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবির  
‘আমি’র মধ্যেই দিকগুলো পাওয়া যায়।

১৩০। উদ্দীপকের বজ্বের সঙ্গে কবিতাটির অন্তর্গত মিল—

- i. দ্রোহ চেতনায়
- ii. বিচ্ছি ভাবনায়
- iii. আপসহীন মনোভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪|

**Note** পূর্বের ১৩২নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

আসিতেছে শুভদিন,

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঝণ।

— কাজী নজরুল ইসলাম

১৩১। উদ্দীপকের সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি?

- (ক) ধংসের রূপ রূপ
- (খ) বিদ্রোহের চেতনা
- (গ) প্রেম ও দ্রোহের সমন্বয়
- (ঘ) মানবতাবোধের প্রকাশ

উত্তর: (খ) বিদ্রোহের আহ্বান

**ব্যাখ্যা** উদ্দীপকের সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো বিদ্রোহের চেতনা।  
‘বিদ্রোহী’ কবিতায় অত্যাচারী ও শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেতনা  
প্রকাশিত হয়েছে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি যতদিন অন্যায় শেষ না হয়  
ততদিন সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কবির এই বিদ্রোহী মনোভাব  
প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোক্ত পঞ্জিকিতে—  
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না’—  
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না’—  
উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবির এই বিদ্রোহী চেতনার দিকটি  
প্রতিফলিত হয়েছে।

- ১৩২। উদ্দীপকের অবধারা 'বিদ্রোহী' কবিতার যে চরিত্রে প্রকাশ ঘটেছে তা হলো—  
 i. আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিষ  
 ii. যবে উৎপীড়িতের অন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না  
 iii. অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রূপ-ভূমে রণিবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

Note পূর্বের ১৩৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক ইংরেজ শাসকদের অপশাসনের  
 বিরুদ্ধে সশ্রেষ্ঠ আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

- ১৩৩। উদ্দীপকের ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক 'বিদ্রোহী' কবিতার  
 কার প্রতিনিধিত্ব করে?

(ক) ইস্রাফিল

(খ) কবি

উত্তর: (গ) কবি

ব্যাখ্যা ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক ইংরেজদের অপশাসনের বিরুদ্ধে  
 সশ্রেষ্ঠ আন্দোলনের পথ বেছে নেন, যা তাদের বিদ্রোহী-মনোভাবের  
 এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থানকে সমর্থন করে। 'বিদ্রোহী' কবিতার  
 কবিও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অন্যায় নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে  
 বিদ্রোহ করেন।

- ১৩৪। ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক-এর আন্দোলনের সঙ্গে মিল  
 রয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতার—

i. মানবপ্রেমের ভাবনায়

ii. বিদ্রোহী মনোভাবের

iii. অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির অবস্থানের

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(খ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬২।

উত্তর: (গ) ii ও iii

Note পূর্বের ১৩৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে-লতিফ একটি চায়ের দোকান দিয়েছে।  
 সাম্প্রতিক সুদ দিতে দিতেই সে হয়রান। ব্যবসা তার লাটে উঠার অবস্থা।  
 গ্রামে লতিফের মতো অনেকেই মহাজনের অত্যাচারে জর্জরিত। একদিন  
 লতিফের নেতৃত্বে সবাই মহাজনের বিরুদ্ধে ফুসে উঠে।

- ১৩৫। উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? [ম.বো: ২৪]

(ক) প্রতিশোধ পরায়ণতা

(খ) বিদ্রোহী চেতনা

(খ) উচ্চশ্রেণির অত্যাচার

(ঘ) অসাম্প্রদায়িকতা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

উত্তর: (গ) বিদ্রোহী চেতনা

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী চেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে।  
 উদ্দীপকে লতিফের নেতৃত্বে মহাজনের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে  
 সকলে বিদ্রোহ করেছে। একইভাবে 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি সমস্ত  
 অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৬ ও ১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সগিরকে ঠকিয়ে মহাজন বিশাল অঙ্কের সুদ দাবি করে।  
 মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে সে।  
 সাম্প্রতিক সুদ দিতে দিতেই সে হয়রান; ব্যবসা তার লাটে ওঠার  
 অবস্থা। গ্রামে সগিরের মতো অনেকেই মহাজনের অত্যাচারে জর্জরিত।  
 একদিন তার নেতৃত্বে সবাই মহাজনের বিরুদ্ধে ফুসে উঠে।

- ১৩৬। উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

(ক) বিদ্রোহী চেতনা

(খ) নৃশংসতা

(খ) প্রতিশোধপরায়ণতা

(ঘ) মানবপ্রেম

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

উত্তর: (ক) বিদ্রোহী চেতনা

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার 'বিদ্রোহী' চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী'  
 কবি সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। উদ্দীপকে সগির  
 মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ে বিদ্রোহ করেছে।

- ১৩৭। উদ্দীপকের সগিরকে বলা যায়—

i. বেচ্ছাচারী

ii. বিদ্রোহী

iii. প্রতিবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

(খ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে সগিরের বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে 'বিদ্রোহী' ও 'প্রতিবাদী' বলা  
 যায়। তবে, তার মধ্যে কোনো বেচ্ছাচারিতা দেখা যায় না।

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৮ ও ১৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 মানুষের মধ্যে আছে অমিত সংগ্রহ। প্রবল শক্তিতে মানুষ আবির্ভূত  
 হতে পারে, যদি নিজের শক্তি সম্পর্কে উপলক্ষ করতে পারে।

- ১৩৮। উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটির প্রচলন পরিচয় মেলে?

(ক) বিদ্রোহী চেতনা

(খ) বিদ্রোহী মনোভাব

(ঘ) মানবপ্রেম

উত্তর: (খ) আত্মসচেতনতা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার আত্মসচেতনতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।  
 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির প্রবল শক্তিশালী অমিতের পরিচয় পাওয়া  
 যায়। এই অমিত দ্বারা কবির আত্মসচেতনতার উত্তর হয়েছে।  
 চারপাশের সাথে যুক্ত করতে হলে আগে নিজের আত্মশক্তি জাগানোর  
 যে প্রয়োজনীয়তার কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে তার পরিচয় মেলে  
 বিদ্রোহী কবিতায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির যে আত্মসচেতনতার  
 দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা আদর্শিক দৃঢ়তায় এবং আপসীন  
 মনোভাবে ভাস্বর।

- ১৩৯। উক্ত দিকটি আলোচ্য কবিতায় উঠে এসেছে—

i. আদর্শিক দৃঢ়তায়

ii. আপসীন মনোভাবে

iii. বিদ্রোহী ভাবনায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪০ ও ১৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত জেলায় বিটিশ-সম্রাজ্যবাদ বিরোধী  
 আন্দোলন গড়ে তুলেন। বিশাল ইংরেজ বাহিনীকে ও তাদের  
 অন্তর্স্ত দেখে তিনি ভীত হননি।

- ১৪০। উদ্দীপকের তিতুমীরের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার কার মিল রয়েছে?

(ক) দুর্বাসা

(খ) বিদ্রোহী চেতনা

(ঘ) বিদ্রোহী মনোভাব

উত্তর: (খ) কবির

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৬৪।

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের তিতুমীরের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির মিল রয়েছে।  
 উদ্দীপকে তিতুমীর বিটিশ-সম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে  
 তোলেন। অপরদিকে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার-  
 শোষণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উদ্দীপকে ও  
 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'বিদ্রোহ' চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। দুইক্ষেত্রেই দ্রোহ  
 এবং আপসীনত